শেষ কর্মদিবসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তোপের মুখে বুয়েট উপাচার্য

বুয়েট উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে আন্দোলনরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ছবি-সমকাল

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৪ জুন ২০২৪ | ২০:৫৫ | আপডেট: ২৪ জুন ২০২৪ | ২১:৩২

- অ +

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড ও সিনিয়র স্কেল গ্রেড সংক্রান্ত ২০১৫ সালের নীতিমালা বাতিলের জের ধরে শেষ কর্মদিবসে তোপের মুখে পড়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সত্যপ্রসাদ মজুমদার। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার বিকেল থেকে তার কার্যালয়ের সামনে আন্দোলন করছেন তারা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উপাচার্য সত্যপ্রসাদ মজুমদার নিজ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ আছেন।

রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অফিস আদেশে বলা হয়, গত বছরের ১৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনান্স কমিটির ৫৫তম অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৫৪০তম সভায় ওই দিনের পরবর্তী সময়ে ২০১৫ সালের নীতিমালার মাধ্যমে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড ও সিনিয়র স্কেল প্রাপ্যতার জন্য বিবেচিত হবে না। সেক্ষেত্রে এসব সুবিধা প্রদানে সরকারি ও সরকারি মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম প্রযোজ্য হবে।

এই অফিস আদেশ আসার পরই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তাদের অভিযোগ, গত ছয় মাস আগে নেওয়া সিদ্ধান্ত ইচ্ছা করেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের জানায়নি। আজ উপাচার্যের শেষ কর্মদিবস, তাই তিনি বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু কোনো ধরনের বিকল্প নীতিমালা করা হয়নি তাদের জন্যে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বৈষম্যের মাত্রা বাড়বে।

বুয়েট কর্মচারী সমিতির কোষাধ্যক্ষ মো. তাজুল ইসলাম বলেন, বুয়েটের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড ও সিনিয়র ব্রিডের জন্য ২০১৫ সালে যে নীতিমালা করা হয়, সেটার রিভিউ করার জন্য ২০২১ সালে কমিটি করা হয়। আমরা জানতে পেরেছি যে, রিভিউ কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কিন্তু ওয়েট কর্তৃপক্ষ তা কখনো প্রকাশ করেনি। গত বছরের ডিসেম্বরে হওয়া সিন্ডিকেট সভায় এই রিপোর্ট অনুমোদিত হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। বরং ২০১৫ সালের নীতিমালা স্থগিত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পর আমরা বেশ কয়েকবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য নতুন নীতিমালা বাস্তবায়নের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছিল। আমরা সে কথা বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু দায়িত্বের শেষ বেলায় এসে উপাচার্য আজ দুপুর ১২টার পর ২০১৫ সালের নীতিমালা স্থগিত করে অফিস আদেশ দিয়েছেন। ফলে আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

বুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের (ডিএসডব্লিউ) পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল আমিন সিদ্দিকী বলেন, ২০১৫ সালের একটি নীতিমালা বাতিল হওয়ার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। তবে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি শান্ত।

তবে এ বিষয়ে উপাচার্য সত্যপ্রসাদ মজুমদারের বক্তব্য এখনও জানা সম্ভব হয়নি।